16/10/2020

Date
Page

CLASS - III

ব্যাকরণ

বোধপরীক্ষণ

(১)

স্কটল্যান্ডের এক গরীব তাঁতির ঘরে ১৮১৩ খ্রিষ্টাব্দে ডেভিড লিভিংস্টোনের জন্ম হয়। খুব অল্প বয়স হতেই ডেভিড তার বাপের সঙ্গে কারখানায় কাজ করতে যেত। সেখানে তাকে প্রতিদিন চৌদ্দ ঘন্টা খাটতে হত। কিন্তু তার উৎসাহ এমন আশ্চর্য রকমের ছিল যে এত পরিশ্রমের পরেও রাতে সে একটা গরিব স্কুলে পড়তে যেত। যখনই একটু অবসর হত সে তার বই নিয়ে পড়ত। না হয় মাঠে মাঠে ঘুরে

নানারকম পোকামাকড় গাছ পাথর প্রভৃতি সংগ্রহ করতে।

(সুকুমার রায়)

ক). সবিস্তার প্রশ্ন :

১) লিভিংস্টোন কবে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

২) ডেভিড কোথায় কার সঙ্গে কাজ করতে যেত?

৩) তাঁর উৎসাহের কী পরিচয় পাওয়া যায়?

৪) অবসর সময়ে সে কী করত?

খ). সঠিক উত্তর নির্বাচন করে পূর্ণ বাক্যে লেখো :

১) লিভিংস্টোন জন্মগ্রহণ করেন নেদারল্যান্ডে/ সুইজারল্যান্ডে/ স্কটল্যান্ডে।

২) তাঁর জন্ম হয় এক তাঁতির/ কামার/ কুমোরের ঘরে।

৩) তাঁকে কারখানায় প্রতিদিন খাটতে হত বারো/ তেরো/ চোদ্দ ঘন্টা।

৪) তাঁর জন্ম হয় ১৮১২/ ১৮১৩/ ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে।

গ) শব্দজ্ঞান পরীক্ষা :

২) বিপরীত শব্দ লেখো :

রাত , জন্ম

২) সমার্থক শব্দ লেখো :

গাছ , রাত ।

-: উত্তর :-

ক) ১) লিভিংস্টোন ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে স্কটল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন ।

২) ডেভিড তার বাবার সঙ্গে কারখানায় কাজ করত ।

৩) ডেভিড প্রতিদিন চৌদ্দ ঘন্টা কারখানায় পরিশ্রম করার পরেও উৎসাহের সঙ্গে সে রাত্রে একটি গরিব বিদ্যালয়ে পড়তে যেত ।

৪) অবসর সময়ে সে বই নিয়ে পড়ত ।

ঘ) ১) লিভিংস্টোন জন্মগ্রহণ করেন স্কটল্যান্ডে।

২) তাঁর জন্ম হয় এক তাঁতির ঘরে।

৩) তাঁকে কারখানায় প্রতিদিন খাটতে হত চৌদ্দ ঘন্টা।

৪) তাঁর জন্ম হয় ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে।

গ)

১) রাত - দিন।

জন্ম - মৃত্যু।

২) গাছ - বৃক্ষ

রাত - রজনী

মা আর আমার দুই বিলির জন্যে, হাতির দাঁতের নৌকা আর সাত তলা চীনদেশের মন্দির, কর্তার কাছ থেকে বায়নাক্কায় নিয়ে এলেন। চীনের সাত তলার মন্দিরটার কী চমৎকার কারিগরিই ছিল। ছোট্ট ছোট্ট ঘন্টা ঝুলছে, হাতির দাঁতের টপ হাতির দাঁতেরই গাছ মানুষ সব দাঁতে তৈরী, এক-একতলায় গম্ভীরভেবে যেন ওঠা-নামা করছে। সেই মন্দিরের এক-একটা তলা দেখে চলতে এক-একটা বেলা কেটে যেত আমার। তারপর একটু বড়ো হয়ে সেটাকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে দেখতে লেগে গেলুম - সেদিনও মন্দিরের দু-এক টুকরো ছিল বাকসে।

(অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ক) সঠিক প্রশ্ন :

১) বাবামশায় কাদের জন্য কী নিয়ে এসেছিলেন?
২) মন্দিরের কারিগরি কেমন ছিল?
৩) মন্দিরটা দেখতে লেখকের কত সময় লাগত?
৪) সেদিনও লেখকের বাকসে কী ছিল?

খ) সঠিক উত্তর নির্বাচন করে পূর্ণ বাক্যে লেখো :

১) মন্দিরটা ছিল পাঁচ / ছয় / সাততলা ।
২) টব গাছ, মানুষ ছিল হাতির দাঁতের তৈরী / মোষের শিং-এর / অম্বুর হাড়ের ।
৩) মন্দিরের এক একতলা দেখতে সময় লাগে এক / দুই / তিন বেলা ।
৪) মন্দিরটা এখনও রয়েছে পুরোপুরি / আধখানা / দু-এক টুকরো ।

গ) শব্দজ্ঞান পরীক্ষা :

১) সমার্থক শব্দ লেখো -

হাতি, মন্দির

-: উত্তর :-

ক) ১) বারমেলায় লেখকের মা এবং দুই পিসির জন্য হাতির দাঁতের নৌকা ও সাততলা চীনদেশের মন্দির এনেছিলেন ।

২) মন্দিরটির কারিগরি চমৎকার ছিল ।

Date
Page

৩) মন্দিরের এক-একটা তলা দেখতে লেখকের এক-একটা বেলা লাগত।

৪) সেদিনও লেখকের বাকি মন্দিরের দু-এক টুকরো ছিল।

খ) ১) মন্দিরটা ছিল সাততলা।
২) টব গাছ, মানুষ ছিল হাতির দাঁতের তৈরী।
৩) মন্দিরের এক একতলা দেখতে সময় লাগে এক বেলা।
৪) মন্দিরটা এখনো রয়েছে দু-এক টুকরো।

গ)
১) হাতি - গজ
মন্দির - দেবালয়।

16/10/2020

রাতের বেলায় দেখা যায় তারায় ভরা আকাশ। আকাশের আঙিনায় 'লক্ষ প্রদীপ জ্বালা' তাদের সংখ্যা এক, দুই, তিন করে গোনা যায় কি? উত্তর নিশ্চয়ই হবে তাই কি পারা যায়, পারা যাবে না বলে কিন্তু বিজ্ঞানীরা হাত গুটিয়ে বসে থাকেননি? তাঁরা একের পর এক চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তারা, গ্রহ ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে ভাবনা চিন্তা যাঁরা করেন, তাঁরা হলেন জ্যোতির্বিদ। এককালে তাঁরা গুনেই কিন্তু বলেছিলেন যে আকাশে মোট তারার সংখ্যা কত, তা না বলা গেলেও পরিষ্কার আকাশে চোখে ধরা পড় এমন তারার সংখ্যা হাজার দুয়েক। তবে বিভিন্ন ঋতুতে আকাশে তারাদের অবস্থান বদলায়। সব তারাই সারা বছর ধরে দেখা যায় না। সারা বছরে খালি চোখে ধরা পরে এমন তারার সংখ্যা ছয় হাজারের বেশি হবে না। এ হিসেব নির্ভুল এমন বলা যায় না, কারণ সকলের চোখের শক্তি তো আর সমান নয়।

(জিতেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

✪ **সাধারণ প্রশ্ন ঃ**

(১) রাতের বেলা আকাশে কী দেখা যায়?

(২) আকাশের আঙিনায় কী জ্বলে?

(৩) তারা কি হাতে গোনা যায়?

(৪) জ্যোতির্বিদ কাদের বলে?

(৫) খালি চোখে ধরা পড়ে এমন তারার সংখ্যা কত?

(৬) তারার অবস্থান কি সারা বছর একই থাকে?

(৭) সব তারা কি সারা বছর ধরে দেখা যায়?

(৮) সার বছর খালি চোখে কত তারা দেখা যায়?

(৯) সকলের চোখের শক্তি কি সমান?

✪ **নির্ভুল উক্তি নির্বাচন ঃ**

(১) রাতের বেলা আকাশ ভরা দেখা যায় চাঁদ / তারা / ধূমকেতু।

(২) গ্রহ, তারা নিয়ে যারা ভাবনা চিন্তা করেন তাঁরা হলেন জ্যোতিষী / জ্যোতির্বিদ / জ্যোতিষ্ক।

(৩) পরিষ্কার আকাশে চোখে ধরা পড়ে তারার সংখ্যা দুই / তিন / চার হাজার।

বাপ ছেলে কয়েক ক্রোশ পথ হেঁটে চলে আসছেন কলকাতায়। চলতে চলতে ছেলে দেখল, রাস্তার ধারে বাটনা-বাটা শিল। রাস্তায় শিল কেন? "বাবা রাস্তার ধারে শিল পোঁতা কেন?" "শিল নয়রে বোকা। ওগুলো মাইলস্টোন"। সে আবার কী জিনিস। বাবা বুঝিয়ে দিলেন মাইল মানে আধ ক্রোশ আর স্টোন হল পাথর। আধক্রোশ চিহ্ন। কলকাতার এক মাইল দূরে যে পাথর তাকে 'এক' লেখা আছে। এটাতে 'উনিশ'। তার মানে আমরা কলকাতা থেকে উনিশ মাইল দূরে আছি। দেখে শুনে ঈশ্বর বলল, এটা তবে ইংরেজি 'এক' আর এটা 'নয়'।? বেশ, ছেলে তখন মনে মনে ঠিক করল, পথেই সে ইংরেজি অঙ্ক শিখে নেবে। আর কী আশ্চর্য

শিখলও। উনিশ থেকে দশ পর্যন্ত এসে খুব নিশ্চিন্ত মুখে সে জানিয়ে দিল, বাবা ইংরেজি অঙ্ক শেখা হল। এক থেকে দশ পর্যন্ত দেখে নিয়েছি।

✪ **সাধারণ প্রশ্ন ঃ**

(১) বাপ-ছেলে কোথায় চলেছেন?

(২) চলতে চলতে ছেলে কী দেখল?

(৩) মাইলস্টোন কাকে বলে?

(৪) মাইলস্টোন কতদূর বসানো থাকে?

(৫) কলকাতা থেকে বাপ ছেলে কতদূর ছিলেন?

(৬) ছেলে মনে মনে কী ঠিক করে?

(৭) ছেলে কখন খুব নিশ্চিন্ত হয়? বাবাকে সে কী বলে?

✪ **নির্ভুল উক্তি নির্বাচন ঃ**

(১) বাপ ছেলে হেঁটে চলেছেন মেদিনীপুরে / বীরসিংহে / কলকাতায়।

(২) রাস্তার ধারে পোঁতা থাকে মাটির ফলক / লোহার ফলক / পাথর।

(৩) মাইলস্টোন হল দূরত্বের / গ্রামের নামের / কাছাকাছি শহরের নাম জ্ঞাপক পাথর।

(৪) ছেলে মনে মনে ঠিক করে ইংরেজি শিখবে বাড়িতে / স্কুলে / পথেই।

(৫) ঈশ্বর এবং তার বাবা কলকাতা থেকে সতেরো / আঠারো / উনিশ মাইল দূরে ছিল।